০৪/৭/২০০৭

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি প্রশ্নে দুই শিক্ষক জোটে আবার দ্বন্দ্ব

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমপিও ভুক্তি এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মুচলেকা প্রদানের ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া দুই শিক্ষক জোটের মধ্যে

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

তৃতীয় বিভাগধারী

(প্রথম পৃঃ পর)

আবার দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ডঃ আয়েশা খাতুন বলিয়াছেন, সকল শ্রেণী ও বিভাগপ্রাপ্ত নূতন এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ মে ২০০১ মাস হইতেই বেতনের সরকারী অংশ পাইবেন। তবে তৃতীয় বিভাগধারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর এই মর্মে লিখিত নিশ্চয়তা (মুচলেকা) দিতে হইবে যে, ঐ সকল শিক্ষকের নিয়োগ রীতিশুদ্ধ ও বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হইয়াছে। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাইয়াছে। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট এই ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গত বৃহস্পতিবার এক সভায় বলিয়াছে, সরকারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২৪শে আগষ্ট ২০০০- এর পূর্বে প্রচলিত নিয়মে রীতিশুদ্ধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মহল বিশেষ যে প্রচারণা চালাইতেছে উহা ঠিক নয়। রীতিশুদ্ধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ও শ্রেণী প্রাপ্ত সকল শিক্ষকই মে মাস হইতে বেতনের সরকারী অংশ পাইবেন। তৃতীয় বিভাগ ও শ্রেণীপ্রাপ্তদের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। তবে তাহাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি অধিদফতর ও ব্যানবেইস কর্তৃক যথাযথ যাচাই শেষে ব্যাংকে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রেরিত তালিকা অনুসারে জুলাই মাসের মধ্যে বেতন-ভাতার সরকারী অংশ উত্তোলন করিতে পারিবেন। অপরদিকে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট গতকাল এক বিবৃতিতে বলিয়াছে, তথাকথিত ফেডারেশনের কতিপয় মুখচেনা সুবিধাভোগী নেতা শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৪টি শর্তের মাধ্যমে তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের টাকা দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদানের বিবৃতি হাস্যকর। এইবারের আন্দোলনে শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী ৯ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীরা অযোগ্য ও ব্যর্থ মহাপরিচালকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার ৪টি শর্ত জুড়িয়া দিয়াছেন। একটি নামসর্বস্ব শিক্ষক সংগঠনের এই বিবৃতি মানিয়া নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বিবৃতিতে বলা হয়, তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক ও ১৯শত নূতন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কখন এবং কিভাবে বেতন পাইবেন তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ শিক্ষা অধিদফতরের দেওয়া উচিত। জোটের বিবৃতিতে শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের অপসারণ দাবী করা হইয়াছে।